সূচিপত্র

হাদিস-১ : নিয়ত সবার আগে	১১
হাদিস-২ : ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের পরিচয়	২৩
হাদিস-৩ : ইসলামের মূলনীতিসমূহ	৫১
হাদিস-৪ : ভ্রূণতত্ত্ব ও তাকদির	৫৬
হাদিস-৫ : দ্বীনের মধ্যে বিদআত	৬৯
হাদিস-৬ : হালাম-হারামের ব্যাপারে সতর্কতা	৭৩
হাদিস-৭ : দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা	৮১
হাদিস-৮ : সবার সাথে জিহাদ নয়	৯২
হাদিস-৯ : দ্বীন নিয়ে অযথা প্রশ্ন	১০০
হাদিস-১০ : হালাল রিজিক অন্বেষণ	১০৫
হাদিস-১১ : সংশয় নিরসন	১১৬
হাদিস-১২ : মুমিনের ভূষণ	১২০
হাদিস-১৩ : প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য	১২৩
হাদিস-১৪ : যে তিন কারণে প্রাণদণ্ড বৈধ	১২৬
হাদিস-১৫ : মুমিনের জন্য করণীয়	১৩৪
হাদিস-১৬ : রাগ সংবরণ	১৩৮

হাদিস-১৭ : সকলের প্রতি সদয় আচরণ	১৪২
হাদিস-১৮ : নবিজির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	১৪৯
হাদিস-১৯ : অনুপম নাসিহা	১৫৪
হাদিস-২০ : লজ্জা ও শালীনতা	১৬৩
হাদিস-২১ : ঈমানের পথে অবিচলতা	১৬৬
হাদিস-২২ : জান্নাতের পাথেয়	১৬৯
হাদিস-২৩ : ছোট আমল, বড় প্রতিদান	১৭৪
হাদিস-২৪ : রবের ঘোষণা	১৮৫
হাদিস-২৫ : প্রতিটি আমলই একেকটি সাদাকা	১৯৯
হাদিস-২৬ : প্রতিদিনের সাদাকা	২০৩
হাদিস-২৭ : পাপ ও পুণ্য	২০৭
হাদিস-২৮ : নবিজির অন্তিম উপদেশ	২১১
হাদিস-২৯ : জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল	২১৫
হাদিস-৩০ : জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়	২২৪
হাদিস-৩১ : আল্লাহ এবং মানুষের সন্তুষ্টিলাভ	২২৯
হাদিস-৩২ : ক্ষতি থেকে মুক্তি	২৩২
হাদিস-৩৩ : দাবির পক্ষে প্রমাণ	২৩৫
হাদিস-৩৪ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	২৩৯
হাদিস-৩৫ : বান্দার হকের বিষয়ে সচেতনতা	২৪৩
হাদিস-৩৬ : আল্লাহকে পাওয়ার উপায়	২৪৯
হাদিস-৩৭ : বান্দার প্রতি রবের করুণা	২৫৯
হাদিস-৩৮ : আল্লাহর ভালোবাসার নমুনা	২৬৫
হাদিস-৩৯ : অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষমা	২৭০
হাদিস-৪০ : দুনিয়া এক মুসাফিরখানা	২৭৩
হাদিস-৪১ : প্রবৃত্তির দমন	২৭৬
হাদিস-৪২ : রবের ওয়াদা	২৭৮

[হাদিস-১]

নিয়ত সবার আগে

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

[অনুবাদ] আমিরুল মুমিনিন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে; আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে, তার হিজরত ওই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে ধরা হবে।[১]

[ব্যাখ্যা] 'আমিরুল মুমিনিন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব'—'আমিরুল মুমিনিন' উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপাধি। 'আবু হাফস' তার উপনাম। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করে যান। ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে এটি ছিল তার বিশেষ অবদান। উমারের খিলাফত

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১; *সহিহ মুসলিম* : ১৯০৭

নিয়ে উল্লেখযোগ্য কারও কোনো দ্বিমত নেই। কারণ (শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে) তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন আবু বকর। আর আবু বকর খলিফা মনোনীত হন সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত বাইআত ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে। তাই আবু বকরের খিলাফত যেমন, শরিয়তসম্মত, তেমনই উমারের খিলাফতও।

'বলতে শুনেছি'—হাদিসটি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসুলের মুখ থেকে সরাসরি শুনেছিলেন। তাই হাদিসে বলা হয়েছে, 'বলতে শুনেছি।'

হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবি এই হাদিসটি বর্ণনা করেননি। এতে অবশ্য হাদিসের মান একটুও কমেনি। কেননা কুরআন-সুন্নাহয় এরকম একই মর্মসমৃদ্ধ অজস্র বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

... وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ... ﴿٢٧٢﴾

তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করো।[১]

এটাই হলো নিয়ত। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ... ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। তার সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর; কিন্তু নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনি তাদের দেখবেন রুকু ও সিজদায় অবনত, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় নিরত।[২]

নিয়তের মর্ম এটাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু খরচ করবে, সবকিছুরই প্রতিদান পাবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেবে, তারও প্রতিদান পাবে।'[৩]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭২

[২] সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৯

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৫৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৬২৮

এখানে 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে' কথাটির মাধ্যমে নিয়তকে বোঝানো হচ্ছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, আমাদের আলোচ্য হাদিসের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। এজন্যই সর্বকালের সবাই হাদিসটিকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারি তার *সহিহুল বুখারি* শুরু করেছেন এই হাদিসটি দিয়েই।

'প্রত্যেক আমলের ফলাফল'—আমল মানে কাজ। কাজ অনেক রকমের হতে পারে। যেমন, মনের কাজ, মৌখিক কাজ এবং দৈহিক কাজ। সব রকমের কাজই এই আমলের অন্তর্ভুক্ত। সেদিকে লক্ষ্য করেই আরবিতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে।

» মনের কাজ মানে মন থেকে আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁর ওপর ভরসা রাখা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে তুলে ধরা এবং তাঁকে ভয় করা ও ভালোবাসা।

» মৌখিক কাজের শেষ নেই। মুখে যা বলা হয়, সেটাই মৌখিক কাজ। এই এক মুখ দিয়ে যত কাজ করা যায়, অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে তার সিকি ভাগও করা যায় না। কান ও চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ব্যতিক্রম।

» আর দৈহিক কাজ মানে, হাত-পা বা অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে যেসব কাজ করা হয় সেগুলো।

'নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'—নিয়ত মানে ইচ্ছা বা সংকল্প। শরিয়তের পরিভাষায় নিয়ত বলা হয়, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করার সংকল্প করা। নিয়তের স্থান হলো অন্তর। অন্যান্য অঙ্গের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

'কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে।' কোনো ভালো কাজের পেছনে যদি আপনার ভালো নিয়ত থাকে, তবে তার প্রতিদান পাবেন। আর নিয়ত খারাপ হলে পাবেন শাস্তি। শুধু তা-ই নয়, নিয়তের কারণে অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ কাজও হয়ে ওঠে পুণ্যময়; আবার কখনো কখনো অনেক পুণ্যের কাজও হয়ে যায় নগণ্য অথবা শাস্তিযোগ্য।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

[প্রশ্ন] হাদিসে উদ্ধৃত 'প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' এবং 'কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে।' বাক্যদুটি সমার্থক না কি স্বতন্ত্র অর্থবোধক?

[উত্তর] সাহিত্যের প্রসিদ্ধ একটি নীতি হলো, প্রতিটি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। অবশ্য কখনো-সখনো এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। তখন পরের বাক্যটি

আগের বাক্যের বিষয়বস্তুকে আরও জোরালো করে; সেটি নতুন কোনো অর্থ বোঝায় না। শাস্ত্রীয় এই নিয়মের কারণে হাদিসে উদ্ধৃত বাক্যদুটি বোঝার ক্ষেত্রে আলিমদের মধ্যে মতভিন্নতা তৈরি হয়েছে।

একপক্ষ বলেন, বাক্যদুটির অর্থ এক ও অভিন্ন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আমাদেরকে জানিয়েছেন, প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তারপর কথাটাকে আরও জোরালো ও আবেদনময় করতে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে।

অন্যপক্ষ মনে করেন, বাক্যদুটি সমার্থক নয়। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ প্রথম বাক্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ নিয়ম আছে, কোনো বাক্যের ক্ষেত্রে যদি কখনো এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়—চাইলে সেটাকে নতুন অর্থে নেওয়া যায় আবার চাইলে আগের বাক্যের বিষয়বস্তুতে জোর প্রয়োগের অর্থেও নেওয়া যায়, তাহলে সেটাকে নতুন অর্থে গ্রহণ করা অধিক সংগত। অন্যথায় দুই বাক্যের মধ্যে পুনরাবৃত্তির জন্ম হতে পারে, যা খুবই বিরক্তিকর ও শ্রুতিকটু।

তাহলে সঠিক মত কোনটি? দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। দুটি বাক্যই এখানে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। প্রথম বাক্যে নিছক আমলের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে উদ্দেশ্যের কথা। সহজ করে বললে, প্রথমে যাবতীয় কাজকে নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তারপর আলোকপাত করা হয়েছে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি—কাজটি করার সময় তার দৃষ্টি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধ থাকে, তবে সেটা আল্লাহর জন্য বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় সেটা হবে দুনিয়া বা অন্য কিছুর জন্য নিবেদিত।

এটা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। হাদিসের পরবর্তী বাক্যের মধ্যেই এর সমর্থন রয়েছে, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করলে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হয়েছে বলে ধরা হবে। আর কেউ পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ের নিয়তে হিজরত করলে ধরা হবে, তার হিজরত ওই উদ্দেশ্যেই হয়েছে।'

নিয়তের লক্ষ্য

নিয়তের গুরুত্বপূর্ণ দুটি লক্ষ্য রয়েছে—

১. অভ্যাসকে ইবাদত থেকে আলাদা করা। যেমন—এক লোক খাবার গ্রহণ করছে নিছক ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আরেকজন খাবার গ্রহণ করছে নবিজির সুন্নাহের অনুসরণ করে। এখানে প্রথমজনেরটা অভ্যাস আর দ্বিতীয়জনেরটা ইবাদত।

এজন্যই কোনো কোনো আলিম বলেছেন, গাফেল লোকদের ইবাদতও অভ্যাস হয়ে যায়, আর সতর্ক ব্যক্তিদের অভ্যাসও হয়ে যায় ইবাদত। প্রথমটার উদাহরণ হলো, এক লোক জুমার দিন উত্তম পোশাক পরিধান করল সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষ্যে। আরেকজন কাজটা করল নবিজির সুন্নাহ হিসেবে। প্রথমটি হবে অভ্যাস; আর দ্বিতীয়টি হবে ইবাদত।

২. এক ইবাদতকে আরেক ইবাদত থেকে আলাদা করা। যেমন : দুরাকাত ফরজ ও নফল সালাতের সব কিছু দৃশ্যত একই রকম, সেখানে গুণগত মানে পার্থক্য তৈরি হয় নিয়তের কারণে।

নিয়তের স্থান

নিয়তের স্থান হলো হৃদয়। মুখে বলার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ আপনি এমন এক সত্তার ইবাদত করছেন, যিনি চোখের চোরা চাহনি তো বটেই; অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন। এজন্যই হয়তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিদের থেকে মুখে নিয়ত করার কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিকে লক্ষ করলে, উচ্চ আওয়াজে কিংবা অনুচ্চস্বরে মুখে নিয়ত করা বিদআত।[১] তবে অনেক আলিম এটাকে বৈধ বলে মত দিয়েছেন—এই বিবেচনায়, এতে অন্তর ও মুখের একাত্মতা প্রকাশ পায়।

'কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে।' যে উদ্দেশ্যে কাজটা করা হবে, সেটার নিয়তের কথা বলা হচ্ছে এখানে। নিয়তের ক্ষেত্রে একেকজন একেক রকম। দুজন লোক সালাত আদায় করছে। দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিদানের বেলায় দুজনের সালাতের মাঝে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্ব, অথবা বলা যায় আসমান-জমিন ফারাক। কারণ একজন আমল করছে ইখলাসের সাথে, আরেকজন ইখলাস ছাড়া।

দুজন ছাত্র একই সঙ্গে তাওহিদ, ফিকহ, তাফসির ও হাদিসের ইলম আহরণ করছে। একজন আছে জান্নাত থেকে দূরে, আরেকজনের অবস্থান জান্নাতের কাছাকাছি। অথচ উভয়ে একই কিতাব একই উস্তাযের নিকট পড়ছে। একজন ফিকহ পড়ছে বিচারকের পদ লাভের আশায়; অপরজন ফিকহ পড়ছে ইলম শেখার জন্য, মানুষের মাঝে ইলমের নুর ছড়িয়ে দেওয়ার নিয়তে। তাই দুজনের পরিণামে এত পার্থক্য। একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির

---

[১] মুখে নিয়ত করাকে কেউ জরুরি ও আবশ্যক মনে করলে তবেই সেটা বিদআত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অন্যথায় কোনোভাবেই এটা বিদআত নয়।

উদ্দেশ্যে যে ইলম অর্জন করা হয়, তা যদি কেউ জাগতিক উপকরণ লাভের জন্য অর্জন করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[১]

তাই কাজ শুরু করার আগে নিয়ত শুদ্ধ করে নিতে হবে।

'সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে।' নিয়তের ব্যাবহারিক রূপ দেখাতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে হিজরত শব্দের সাহায্য নিয়েছেন। বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হিজরত করবে...।' হিজরত শব্দের অর্থ হলো ছেড়ে যাওয়া, ত্যাগ করা। শরিয়তের পরিভাষায় হিজরত বলা হয়, কুফর অধ্যুষিত ভূমি ত্যাগ করে ইসলাম ও মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে চলে যাওয়া।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

[প্রশ্ন] হিজরত করার বিধান কী?

[উত্তর] কুফর অধ্যুষিত ভূমিতে প্রকাশ্যে দ্বীন পালন করতে পারছে না, এমন প্রত্যেক মুমিনের জন্য সেই ভূমি ত্যাগ করে ইসলাম অধ্যুষিত ভূমিতে হিজরত করা ওয়াজিব। কেননা হিজরত করা ছাড়া তার পক্ষে দ্বীন পালন করা সম্ভব নয়। আর কোনো ওয়াজিব বিধান পালনের জন্য একটা কাজ আবশ্যক হয়ে গেলে সেই কাজ করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে মক্কা থেকে আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে।' যেমন, এক লোক মক্কাবিজয়ের আগে মদিনায় হিজরত করেছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি লাভের আশায়। ঠিক যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে—

وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও আখিরাতের জীবন কামনা করো, তবে (জেনে রেখো) তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট পুরস্কার। [সুরা আহযাব, আয়াত : ২৯]

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৬৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৫২; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৪৫৭; হাদিসটি সহিহ।

হিজরতের মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর রাসুলের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছে, তার সুন্নাহ মেনে চলতে চেয়েছে; তার পক্ষে লড়তে চেয়েছে এবং মানুষকে ডাকতে চেয়েছে ইসলামের শাশ্বত চেতনার দিকে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরতের মর্ম। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই।'[১]

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

[প্রশ্ন] নবিজির ইন্তেকালের পরও কি তার উদ্দেশ্যে হিজরত করার সুযোগ আছে?

[উত্তর] নবিজির উদ্দেশ্যে এখন আর মদিনায় হিজরত করার সুযোগ নেই। কারণ তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবে তার রেখে যাওয়া সুন্নাহ ও শরিয়া পালনের উদ্দেশ্যে হিজরত করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, তার আনীত দ্বীনকে সাহায্য করতে কোনো ভূখণ্ডে হিজরত করা। সহজ কথায়, আল্লাহর রাসুলের দিকে সরাসরি হিজরত করা সম্ভব ছিল তার ইন্তেকালের আগে। ইন্তেকালের পর এখন তার সুন্নাহ ও শরিয়া পালনের জন্য হিজরত করা যাবে।

'আর যে ব্যক্তি হিজরত করবে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে, তার হিজরত ওই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে ধরা হবে।' মনে করুন, কোনো ব্যক্তি জানতে পারল, অমুক শহরে ব্যবসা খুব লাভজনক। তাই সে ওই শহরে চলে গেল ব্যবসা করার জন্য। তার এই যাত্রা পার্থিব হিজরত বলে বিবেচিত হবে। কারণ এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি মূল উদ্দেশ্য নয়।

অথবা ধরুন, কেউ তার পছন্দের নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। ওই নারী এই শর্তে সম্মত হলো, তাকে বিয়ে করতে হলে তার শহরে পাড়ি জমাতে হবে। লোকটা তার শর্ত মেনে ওই শহরে চলে গেল। এই যে বিয়ের উদ্দেশ্যে নিজের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া, এটা বাহ্যত হিজরত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রেম-অভিসার। কাজেই এতে হিজরতের সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

হাদিস থেকে শিক্ষা

১. এই হাদিসটি সেসব গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের একটি, যেগুলোকে ইসলামের ভিত্তিমূল বলা যায়। আলিমদের মতে, ইসলামের ভিত্তিমূল হলো দুটি হাদিস। একটি হলো নিয়তের এই হাদিস। অপরটি হলো আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিম্নোক্ত হাদিস। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৪০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫

সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার ব্যাপারে আমার কোনো নির্দেশনা নেই, তা বাতিল।'[১]

নিয়তের আলোচ্য হাদিসটি হলো অন্তরের আমলের ভিত্তি ও তার মাপকাঠি। আর আম্মাজান আয়িশার হাদিসটি দৈহিক ও বাহ্যিক আমলের মাপকাঠি। প্রতিটি আমলেই এ দুটি মাপকাঠি ঠিক থাকতে হয়। অন্যথায় আল্লাহ সেটা কবুল করেন না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করি। এক ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কোনো আমল করল। সবই ঠিকঠাক ছিল। শুধু পদ্ধতিটা ছিল ভুল; বিদআতে পর্যবসিত। এখানে অন্তরের মাপকাঠিটি সঠিক মাত্রায় পাওয়া গেছে; কিন্তু আমলেরটা পাওয়া যায়নি। তাই আমলটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আরেকটি উদাহরণ দিই। এক যুবক যথাযথভাবে সালাত আদায় করছে। কিন্তু কাজটা সে করছে তার বাবার ভয়ে বা বাবাকে দেখানোর জন্য। এখানেও একই কথা। একটি মাপকাঠি ঠিক আছে; আরেকটি নেই। তাই এ আমলটিও শুদ্ধ হবে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি বাবার ভয়ে সালাতে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করে, তাহলে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে বলেই ধরা হবে। কাজেই সে এর প্রতিদান পাবে।

২. ইবাদতকে অভ্যাস থেকে আলাদা করার জন্য তো বটেই; এক ইবাদতকে আরেক ইবাদত থেকে আলাদা করার জন্যও নিয়ত জরুরি। যেমনটা হাদিসে বলা হয়েছে, 'যাবতীয় কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' সুতরাং কেউ যদি যুহরের চার রাকাত সালাত আদায় করতে চায়, তবে নিয়তে সেটার উল্লেখ থাকতে হবে—যেন অন্য দিনের যুহর অথবা চার রাকাত-বিশিষ্ট অন্যান্য সালাত থেকে আজকের সালাতটা আলাদা হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে কারও যদি আগের দিনের যুহর ছুটে গিয়ে থাকে এবং সেটার কাজা বাকি থাকা অবস্থায় আজকের যুহরের সময় হয়ে যায়, তবে নিয়ত করার সময় ঠিক করতে হবে—সে আজকেরটা আদায় করছে নাকি গতকালেরটা।[২]

৩. এই হাদিসে ইখলাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৬৯৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৭১৮

[২] এটা অবশ্য একাকী যুহরের সালাত আদায়কারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি মসজিদে জামাআতের সাথে যুহর আদায় করছে, তার জন্য এটার প্রয়োজন নেই। কেননা তারটা সর্বাবস্থায় আজকের যুহর হিসেবেই গণ্য হবে।

আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলই আমার ইবাদতের জন্য।[১]

৪. নবিজির শিক্ষাদান-পদ্ধতির সৌন্দর্য বেশ ভালোভাবে ফুটে উঠেছে এই হাদিসে। তিনি প্রথমে শুধু আমলের কথা বলেছেন, 'প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' তারপর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'কোনো ব্যক্তি কেবল তা-ই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করবে।' এটি খুবই চমৎকার একটি পদ্ধতি।

হিজরতের বর্ণনায়ও তিনি দারুণ শৈলী অবলম্বন করেছেন। হিজরতকে দুই ভাগে ভাগ করে সাবলীলভাবে আলোচনাটা সামনে এগিয়ে নিয়েছেন। যেন খুব সহজেই সবাই শারয়ি ও সাধারণ হিজরতের ব্যাপারটা ধরতে পারে। লেখক, শিক্ষক ও আলোচকদের এখান থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। ছাত্র বা সাধারণ মানুষের সামনে শরিয়তের মাসায়েল একচেটিয়াভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। এতে তাদের ভুল বোঝার অথবা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৫. হাদিসটিতে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল' এভাবে বলার মাধ্যমে আল্লাহ এবং রাসুলকে একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে বলা হয়নি, 'আল্লাহ অতঃপর তাঁর রাসুল।' কিন্তু অন্য এক হাদিসে একলোক 'যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান' বললে নবিজি তাকে থামিয়ে দেন। বলেন, তুমি বরং এভাবে বলতে পারতে—'একমাত্র আল্লাহ যা চান।'

প্রশ্ন হলো, এক জায়গায় আল্লাহ ও রাসুলকে একত্রে উপস্থাপন করা হচ্ছে, আরেক জায়গায় এমনটা করতে বারণ করা হচ্ছে কেন? দুটো কথার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? আসলে যেসব বিষয় শরিয়তের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে একত্রে উপস্থাপন করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তের কোনো বিধানের কথা বললে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলেই ধরা হয়। কারণ কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ . . . ﴿٨٠﴾

যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করে, সে মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করে।[২]

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৮০

কিন্তু যেসব বিষয়ের সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে, সেগুলোতে আল্লাহর সাথে অন্য কারও নাম যুক্ত করে একত্রে উপস্থাপন করা যাবে না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আগামীকাল বৃষ্টি হবে কি না? উত্তরে যদি বলা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন, তাহলে সেটা হবে ভুল। কেননা রাসুল এ বিষয়ে মোটেও জানেন না। আবার ধরুন— কেউ যদি বলে, অমুক কাজটা হালাল নাকি হারাম? উত্তরে যদি বলা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন, তাহলে উত্তরটা সঠিক। কেননা শরিয়তের বিষয়ে আল্লাহর রাসুলের বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এজন্যই বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করে, সে মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করে।'[১]

৬. হিজরত একটি নেক আমল। এতে উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন। কোনো কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন মূল উদ্দেশ্য থাকলে সেটা নেক আমল হিসেবেই বিবেচিত হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

[প্রশ্ন] হিজরত ওয়াজিব না কি মুস্তাহাব?

[উত্তর] বিষয়টা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কেউ যদি কুফর অধ্যুষিত শহরে অবস্থান করে, যেখানে সে প্রকাশ্যে দ্বীন পালন করতে পারছে, শরিয়ত পালনে কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না, তাহলে তার জন্য হিজরত করা মুস্তাহাব। আর যদি এমনটা না হয়, তাহলে তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব। ঠিক একইভাবে কেউ যদি পাপাচারপূর্ণ শহরে অবস্থান করে, যেখানে মানুষজন প্রকাশ্যে পাপাচার করে এবং তাদের দেখাদেখি তার মধ্যেও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে তার জন্যও হিজরত করা ওয়াজিব। তবে অবস্থা এর ব্যতিক্রম হলে, ওয়াজিব নয়। বরং আমি তো বলি, যদি সেখানে অবস্থানের মাধ্যমে মানুষকে সংশোধন করা যায়, দাওয়াহ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে হিজরত না করে সেখানে থেকে যাওয়াই নবিজির সুন্নাহ। এতেই বরং মানুষের উপকার।

দাওয়াহ ও সংশোধনের কাজ পরিচালনা করার মতো লোকেরা পাপাচারের অজুহাতে ইসলাম অধ্যুষিত ভূমি ছেড়ে চলে যেতে থাকলে, পাপাচারীদের মাঝে দাওয়াহর কাজ করবে কে? অনেক সময় পাপাচারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে এবং নেককার ও দাঈদের সংখ্যা কমে যাওয়াতে শহরের ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে। তখন নেককাররা যদি সেখানে অবস্থান করে দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যান, তাহলে কিছু মানুষ অন্তত

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৮০